দৈনিক খবর

তারিখ 26 JUN 1993
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

# ৭৩-এ দেশে শিক্ষিতের হার ছিলো ২৬ ভাগ ঃ এখন ২০ ভাগে নেমে গেছে

## শেখ হাসিনা

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বাংলাদেশে শিক্ষার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত যেন দেশের প্রতিটি নাগরিক তার নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা ও গুণাবলীর বিকাশ সাধনে সক্ষম হয়, সমাজের প্রতিটি স্তরে তারা এ শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে পারে এবং সমাজের চাহিদা মিটাতে পারে। সমাজের প্রত্যেক মানুষের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় সমান সুযোগ দিতে হবে। সকলের জন্য একই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের আলোকে সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করতে হবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণের ক্ষেত্রে চিরাচরিত প্রথার বিলোপ সাধন করে সম্পূর্ণ নতুন কৌশল গ্রহণ করতে হবে। এ কার্যক্রমে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সহায়তায় জাতীয় কল্যাণে কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। আমরা দলীয়ভাবে এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণের চেষ্টা করছি। তিনি বলেন, যথাসম্ভব স্বল্প সময়ে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক এবং মাধ্যমিক শিক্ষাকে সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য সহজলভ্য করে তোলার লক্ষ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার স্বাধীনতার পর ১১ হাজার নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ দেশের সমুদয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সরকারী কর্মচারীর মর্যাদা প্রদান করেন। অনুরূপভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপক মান-উন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণ করেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শহীদ হবার পর হতে নতুন

# ৭৩-এ দেশে শিক্ষিতের হার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বা সাধারণ শিক্ষা বিস্তারে পরবর্তী সরকারগুলো নিদারুণ ঔদাসিন্য প্রদর্শন করে আসছে।

গতকাল বিকেল ৫টায় ২৯ নং মিন্টু রোডস্থ বিরোধী দলীয় নেত্রীর বাসভবনে শেখ হাসিনার সাথে বাংলাদেশ বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ দেখা করতে গেলে তিনি একথা বলেন। শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে ফুলের তোড়া উপহার দেন। শেখ হাসিনা ধৈর্যসহকারে শিক্ষক নেতাদের বক্তব্য শোনেন। বেসরকারী শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে সমিতির সভাপতি মেজর (অবঃ) আসাদুজ্জামান ও মহাসচিব মুনছুর আলী বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের জাতীয়করণ করার পূর্ব পর্যন্ত ১৫০০/- টাকা ভাতাসহ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিভিন্ন দাবীসম্বলিত একটি স্মারকলিপি আওয়ামী লীগ সভানেত্রীকে প্রদান করেন এবং তারা শিক্ষকদের দাবীসমূহ এবং তা আদায়ের লক্ষ্যে গৃহীত আন্দোলনের কর্মসূচীসহ বিভিন্ন বিষয়ে অবহিত করেন। শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বেসরকারী শিক্ষকদের দাবী আদায়ের ব্যাপারে শেখ হাসিনার সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, ১৯৭৩ সালে দেশে শিক্ষিতের হার ছিল শতকরা ২৬ ভাগ। আজ সে হার কমিয়ে শতকরা ২০ ভাগেরও নীচে নেমে এসেছে। দেশে মানুষ বেড়েছে, কিন্তু শিক্ষিতের হার কমেছে। এ অবস্থা মেনে নেয়া যায় না। শিক্ষা ছাড়া কোন জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। দেশকে বাঁচাতে হবে। দেশের মানুষকে বাঁচাতে হবে। অশিক্ষার কারণে জনগণ বিভিন্নভাবে শোষিত-বঞ্চিত হচ্ছে। দেশের সব মানুষকে শিক্ষার আলো দিতে পারলে শোষণ-বঞ্চনার হাত থেকে তারা মুক্তির পথ খুঁজে বের করতে পারবে। তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে আলজেরিয়া ও শ্রীলংকার উদাহরণ দিয়ে বলেন, তারা যদি পারে আমরা পারবো না কেন? তিনি প্রশ্ন করেন, স্বাধীনতার ২২ বছর পরে শিক্ষা ক্ষেত্রে আজ এ অবস্থা বিরাজ করছে কেন? সভানেত্রী বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে আজ এ অবস্থার সৃষ্টি হতো না।

শেখ হাসিনা বলেন, প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা সংসদে সিদ্ধান্ত প্রস্তাব উথাপন করেছিলাম। সরকারী দল না ভোটে দিয়ে সেটা বাতিল করে দিয়েছে। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। শেখ হাসিনা বেসরকারী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ন্যায়সঙ্গত দাবীসমূহ বাস্তবায়নের ব্যাপারে তার উদ্যোগ গ্রহণের আশ্বাস দেন। এ সময় আওয়ামী লীগের সহ-প্রচার সম্পাদক আব্দুল মান্নান এবং শিক্ষক নেতৃবৃন্দের মধ্যে সভাপতি ও মহাসচিব ছাড়াও আবুল হোসেন, মীর্জা ফয়েজ আহম্মদ, আলতাফ হোসেন, আবুল কাশেম, জাকাতুল্লাহ, সুলতান আহম্মেদ, জামাল উদ্দিন ও সুনীল চন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। খবর প্রেস বিজ্ঞপ্তির।